সংবাদ

তারিখ 19 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপদেষ্টাকে শিক্ষামন্ত্রীর চিঠি

এক সপ্তাহের মধ্যে এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত না হলে বঞ্চিত হবেন ১৪ হাজার শিক্ষক

■ দায় নেবে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রাকিব উদ্দিন

নতুন ১ হাজার ২২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তকরণ (মান্থলি পে-অর্ডার) প্রক্রিয়া সাত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে চিঠি দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি খাতে বরাদ্দকৃত ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকায় ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে সোমবার (১৭ জুন) শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে এমপিওভুক্তির রিভিউ কার্যক্রম সম্পন্ন না হলে এবং তার প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলে এর দায়ভার মন্ত্রণালয় বহন করবে না।

এমপিওভুক্তি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা উপদেষ্টার গাফিলতিতে এমপিওভুক্তির রিভিউ কার্যক্রম ধীরগতিতে চলায় পুরো কার্যক্রমই এখন গোলক ধাঁধায় পড়েছে। এ অবস্থায় পুরো রিভিউ কার্যক্রমের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে ড. আলাউদ্দিন আহমেদ নিজেই তার প্রণীত এমপিওভুক্তি নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ করেছেন বলেও সংশ্লিষ্টরা জানান। চলতি মাসের মধ্যে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম পুরোপুরি চূড়ান্ত করতে ব্যর্থ হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পুরো দায়িত্বই ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে বহন করতে হবে। শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

শিক্ষক : ১৪ হাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা উপদেষ্টাকে সময় বেঁধে দেয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ চিঠির বিষয়টি স্বীকার করে সংবাদ'কে বলেন, দেশ ও জাতির স্বার্থে আমরা শিক্ষা উপদেষ্টাকে চিঠি দিয়েছি। কারণ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে ১৩ থেকে ১৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, সমঝোতার মাধ্যমে চলতি মাসের ১৬ তারিখে ১ হাজার ২২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির যাবতীয় কার্যক্রম শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে ন্যস্ত করা হয়; কিন্তু উপদেষ্টা জানিয়েছেন লিখিতভাবে দায়িত্ব বুঝে না পাওয়ায় তিনি রিভিউ কার্যক্রম চালাতে পারছেন না। সেই প্রেক্ষাপটেই মন্ত্রণালয় থেকে তাকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এদিকে সংশ্লিষ্টরা জানায়, শিক্ষামন্ত্রীর চিঠি পাওয়ার পর সোমবার বিকেলেই শিক্ষা উপদেষ্টা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যানবেইসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে রিভিউ কার্যক্রম শুরু করেন। চিঠি পাওয়ার আগের দিন তিনি কোন রিভিউ কার্যক্রম করতে পারেননি। চিঠির ডেডলাইন অনুযায়ী এক সপ্তাহের মধ্যে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরো কার্যক্রম রিভিউ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই এবার এমপিওভুক্তির কার্যক্রম ঝুলে যাওয়ার সম্ভাবনা ঘনীভূত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এমপিওভুক্তি ঝুলে গেলে দেশব্যাপী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চরম নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টাকে দেয়া শিক্ষামন্ত্রীর চিঠিতে বলা হয়, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিওভুক্তির নির্দেশিকা-২০১০, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের গত ২৪ এপ্রিল এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত পত্র, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ৬ মে মোট ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে আদেশ জারি করা হয়। মোট ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের মধ্যে এ সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল, বিধায় মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের কিছু কিছু এলাকায় পর্যাপ্তসংখ্যক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেন।'

চিঠিতে আরও বলা হয়, 'এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিভিল সফরের প্রাক্কালে গত ১৪ মে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে আলোচনাক্রমে বিষয়টি নিষ্পত্তির অভিমত ব্যক্ত করেন। সে মোতাবেক ১৬ তারিখে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে এমপিও বিষয়ে নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নের জন্য আমি আপনাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করলে আপনি তা গ্রহণ করতে সম্মত হওয়ায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এসএম গোলাম ফারুকের মাধ্যমে এমপিওভুক্তির সরকারি আদেশ, এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপনার বরাবর ওইদিনই প্রেরণ করেছি।

চিঠিতে বলা হয়, দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর ধরে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য অপেক্ষাধীন ছিল। এ বছর এমপিও প্রদান সরকারের অন্যতম সাফল্য হিসেবে সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। কিন্তু যথাসময়ে এটি বাস্তবায়ন করতে না পারলে এমপিওভুক্তির আদেশপ্রাপ্ত ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হবে এবং ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৩-১৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীও আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। এক্ষেত্রে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথা শিগগিরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য আপনাকে একান্তভাবে আমি অনুরোধ জানিয়েছি। আপনিও এতে সম্মত হয়েছেন। এ কাজে আপনাকে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতার আশ্বাস প্রথম থেকে দিয়ে আসছি, আবারও সকল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করছি। জাতীয় স্বার্থে এক সপ্তাহের মধ্যেই এমপিওভুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সিদ্ধান্ত এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।' সংশ্লিষ্টরা জানায়, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ নীতিমালা, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকেই ৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের মধ্য থেকে চলতি মাসের ৬ তারিখে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে আদেশ জারি করা হয়।

সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীরা চাহিদানুযায়ী নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করাতে না পারায় ১০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সবাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। প্রকাশিতব্য তালিকা নিয়ে মন্ত্রীদের আপত্তির প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিওভুক্তির তালিকা রিভিউর (পুনঃ পর্যালোচনা) নির্দেশ দেন। রিভিউ কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষামন্ত্রীকে। শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উপেক্ষা করে আলাদাভাবে রিভিউ কার্যক্রম পরিচালনা করায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমপিওভুক্তির পুরো কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে যথাসময়ে শিক্ষামন্ত্রী দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য পুরো দায়দায়িত্ব, প্রায় ৪০০ নতুন ডিও লেটার বা চাহিদাপত্র এবং নথিপত্র শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নতুন এমপিওভুক্তির কার্যক্রম এখন চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। নতুন এমপিওভুক্ত হওয়া ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবগুলোকে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির তারিখ, শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাংক একাউন্ট নম্বর এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফটোকপিসহ ১৮ ধরনের কাগজপত্র পাঠাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এমপিওভুক্তি রিভিউ করার ঘোষণা দেয়ায় সেই প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর চলতি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে নতুন এমপিওভুক্তির টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় করাতে না পারলে ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা সরকারের কোষাগারে ফেরত চলে যাবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের কাছে জানতে সেলফোনে তার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সেলফোন বন্ধ পাওয়া যায়।